‘‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস’’ ২০১৫

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শনিবার, ২০ পৌষ ১৪২১, ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

‘‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস’’ ২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৯৯ সালে সমাজসেবা ভবন উদ্বোধনকালে আমি প্রতিবছর সমাজসেবা দিবস পালনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। সেই থেকে প্রতি বছর ৩রা জানুয়ারি সমাজসেবা দিবস পালিত হয়ে আসছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সমাজকর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য দিবসটির তাৎপর্য অপরিসীম। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য: **‘সমাজসেবার দিন বদলে, এগিয়ে যাব সমান তালে’**।

প্রিয় সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এ দেশের দরিদ্র ও বিপন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে।

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তিনি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। যা সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে **‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’’** নামে আজ সারাদেশে বিস্তৃত।

দারিদ্র্য হ্রাস এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি।

১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের আমরা বয়স্ক ভাতা এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম চালু করি। এ দু’টি ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তনের সময় ৪ লাখ ৩ হাজার ১১০ জনকে মাসিক জনপ্রতি ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হত। বর্তমানে ২৭ লাখ ২২ হাজার ৫০০ জনকে জনপ্রতি মাসিক ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে বয়স্কভাতা বাবদ ১ হাজার ৩০৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বছর বিধবাভাতা বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ৪৮৫.৭৬ কোটি টাকা। ১০ লাখ ১২ হাজার জনকে মাসিক ৪০০ টাকা হারে এই ভাতা দেওয়া হবে।

এছাড়াও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম-এর আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বাবদ ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩৫০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় ও ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ১৪ হাজার ৬০০ জন হতে ৪ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি বাবদ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ২৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ হাজার ৪৮২ জন হতে ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

আমাদের দেশে কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছেন। যাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হন। যেমন হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের জীবনমান উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

এজন্য 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' এবং 'দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক দু'টি কর্মসূচি সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চা-বাগানের দরিদ্র অসহায় চা-শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য হ্রাসে ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে এসব কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই সকল পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির কল্যাণ ও উন্নয়নে কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

এজন্য আমরা বিদ্যমান আইনকে যুগপোযোগী করার পাশাপাশি নতুন আইন প্রণয়ন করেছি। আমরা ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩; পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩; নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছি।

বৃদ্ধ বয়সে অনেক বাবা-মা অসহায় জীবনযাপন করেন। অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। তাঁরা যাতে এ অবস্থায় না পড়েন, সেজন্য পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষে তাদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা, বিনোদন ও পুনর্বাসনকল্পে দেশব্যাপী ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে।

তাছাড়া ৬ বিভাগে ৬টি ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম), ১টি দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র, ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বেসরকারি পর্যায়ে নিবন্ধিত এতিমখানার শিশুদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা সহায়তা করার জন্যে বেসরকারি এতিমখানা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সম্মানিত সুধিজন,

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে আমরা সবসময় সচেষ্ট। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ' শুরু করা হয়েছে। এ জরিপের মাধ্যমে তাদের সঠিক সংখ্যা, প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নির্ধারণ, পরিচয়পত্র প্রদান, ডাটাবেইজ প্রণয়ন ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল অ্যান্ড নার্সিং কলেজ-এর মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠি বিশেষ করে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু ও মহিলাদের কমপক্ষে ৩০ ভাগ দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া ইন্সটিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন অ্যান্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড হোম অ্যান্ড টি এন মাদার চাইল্ড হাসপাতাল-এর মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসার জন্য অটিজম সেন্টার চালু করা হয়েছে।

অটিজম সচেতনতা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ World Health Organization (WHO) আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদকে 'Award of Excellence in Public Health' প্রদান করেছে।

সুধি,

আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব।

বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৬ সালের ৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বর্তমানে ২২.৩৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত ৫ বছরে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। পাঁচ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। মুদ্রাস্ফীতি গত নভেম্বরে সহনীয় ৬.২১ শতাংশ ছিল।

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ১৩ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। যোগাযোগ খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মূল সেতুর কাজ শিগগিরই শুরু হবে।

সারাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলায় ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এসব কেন্দ্র থেকে ২০০-এর বেশি বিষয়ে সেবা পাচ্ছেন। সারাদেশে ১২ হাজার ৫৫৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৩ হাজার ৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বছরের প্রথমদিনেই সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩৩ কোটি পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রেকর্ড ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি আমরা বিদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছি। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সার, সেচ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি বাবদ প্রায় ৪০ হাজার ২৭৮ কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার কাঙ্খিত সোনার বাংলায় পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি **''জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৫''** এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...